জীবনপঞ্জী

১৮৩৬—১৮ ফেব্রুআরি (৬ ফাল্গুন, ১২৪২, শুক্লা দ্বিতীয়া), বুধবার, শেষরাত্রে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্ম। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সৎ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ। মাতা চন্দ্রমণি দেবী ধর্মপরায়ণা মহিলা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ঃ রামকুমার ও রামেশ্বর। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাত্যায়নী (স্বামী কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়) ও কনিষ্ঠা সর্বমঙ্গলা (স্বামী রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অগস্ট-সেপ্টেম্বর—ছয়মাস বয়সে জমিদার ধর্মদাস লাহার আনুকূল্যে আনুষ্ঠানিক অন্নপ্রাশন।

১৮৪১—জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ির সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। গণিত ভিন্ন অন্য বিষয়ে আগ্রহ। সঙ্গীত, মূর্তিগঠন, চিত্রাঙ্কন, অভিনয় প্রভৃতি বিদ্যায় স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশ।

১৮৪২ (আনুমানিক)—বর্ষারম্ভে পুঞ্জীভূত কৃষ্ণমেঘের কোলে বলাকাশ্রেণী দর্শনে অতীন্দ্রিয় আবেশে সংজ্ঞা লোপ (প্রথম ভাবসমাধি)।

(১২৪৯) বিজয়াদশমীর রাত্রে ছিলিমপুরে ভাগিনেয় রামচাঁদের গৃহে ক্ষুদিরামের মৃত্যু।

১৮৪৩— আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীদর্শনে যাওয়ার পথে দেবীর মহিমা-সূচক সঙ্গীতকালে দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি।

১৮৪৫—বাংলা নববর্ষে উপনয়ন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে শূদ্রাণী ধনী কামারনীর নিকট প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ।

১৮৪৬ (আনুমানিক)—শিবরাত্রির দিন পাইনবাড়ির সম্মুখস্থ জমিতে যাত্রার আসরে শিবের ভূমিকায় অভিনয়কালে তৃতীয়বার ভাবসমাধি।

● লাহাবাবুদের বাড়িতে পণ্ডিতসভায় শাস্ত্রবিচারে জটিলতত্ত্বের মীমাংসা।

১৮৪৭—রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ।

৬ সেপ্টেম্বর, রানী রাসমণি কর্তৃক দক্ষিণেশ্বরে জমি ক্রয়ান্তে মন্দির নির্মাণ শুরু।

১৮৪৯—রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্ম ও পত্নীর মৃত্যু।

১৮৫০—রামকুমারের কলকাতায় টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু।

১৮৫৩—১৭ বৎসর বয়সে কলকাতায় প্রথম আগমন। রামকুমারের ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে অবস্থান, কিন্তু টোলের শিক্ষাকে 'চালকলাবাঁধা-বিদ্যা' বলে সে শিক্ষালাভে অনাগ্রহ।

● চিহ্নটি বুঝতে হবে সুনির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় না।

১৮৫৫—৩১ মে, (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২), রানী রাসমণি কর্তৃক দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী-মন্দির প্রতিষ্ঠা। রামকুমারের পৌরোহিত্য গ্রহণ। স্বয়ং কালী-মন্দিরে বেশকারীর ও ভাগিনেয় হৃদয়ের সহকারীর পদ লাভ।

(আনুমানিক) অগস্ট (জন্মাষ্টমীর পরদিন), বিষ্ণুবিগ্রহের পা ভঙ্গ। রানীর নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে মন্তব্য: "রানীর কোন জামাতার পা ভেঙে গেলে রানী কি তাকে ত্যাগ করতেন, না চিকিৎসা করে পা সারাবার চেষ্টা করতেন?"

মথুরানাথ ও রাসমণির আগ্রহাতিশয্যে রাধাগোবিন্দের পূজার ভারগ্রহণ। রামকুমারের স্বাস্থ্যের অবনতি। অগ্রজের নিকট কালীপূজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের শিক্ষাগ্রহণ।

কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ। মাঝে মাঝে কালীমন্দিরে পূজার ভারগ্রহণ—অবশেষে স্থায়িভাবে কালীপূজার কাজে নিযুক্ত।

১৮৫৬—রামকুমারের মৃত্যু। প্রথম দেবোন্মত্তভাব ও অলৌকিক দর্শন।

১৮৫৭—ভাবোন্মত্ততা বৃদ্ধি। অসুস্থতা সন্দেহে চিকিৎসার ব্যবস্থা—কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের নিষ্ফল চিকিৎসা।

১৮৫৮—সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১২৬৫, আশ্বিন অথবা কার্তিক মাসে), কামার-পুকুর গমন। কালীমন্দিরের পূজারীরূপে হলধারীর নিযুক্তি। দিব্যোন্মাদ অবস্থা দর্শনে চন্দ্রমণির ভীতি। চণ্ড নামানোর জন্য ওঝার উপস্থিতি।

১৮৫৯—ক্রমশঃ শান্ত অবস্থা। বিবাহের উদ্যোগ ও সম্মতি। মে (১২৬৬, বৈশাখের শেষদিকে), বিবাহ। পাত্রী: জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরীর কন্যা সারদামণি, বয়স ৬ বৎসর (জন্ম: ২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩)। পাত্রপক্ষ কর্তৃক কন্যাপক্ষকে তিনশত মুদ্রা পণদান। বিবাহের পরদিন নববধূসমেত কামারপুকুরে আগমন—পরদিবস কন্যার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬০—৭ম বর্ষে পদার্পণে সারদাদেবীর শ্বশুরালয়ে আগমন এবং উভয়ের 'জোড়ে' জয়রামবাটী গমন।

(অল্পকাল পরে) দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। পুনরায় দিব্যোন্মত্তভাব ও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা। রোগ সম্পর্কে এক পূর্ববঙ্গীয় বিচক্ষণ চিকিৎসকের অভিমত: "যোগজব্যাধি। সাধারণ চিকিৎসায় নিরাময় অসম্ভব।"

চন্দ্রমণির মুকুন্দপুরের শিবমন্দিরে হত্যাদান ও আশ্বাসলাভ।

১৮৬১—১৮ ফেব্রুআরি, রানী রাসমণি কর্তৃক দেবোত্তর দলিলে স্বাক্ষরদান। কন্যা পদ্মমণির স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষরদানে অসম্মতি।

১৯ ফেব্রুআরি, রাসমণির মৃত্যু।

●ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। তন্ত্রসাধন শুরু।

● গৌরী পণ্ডিতের আগমন ও অহঙ্কার খর্ব।

১৮৬৩— ● তন্ত্রসাধনকালে (রোগ সম্পর্কে) মথুরবাবুর সংশয় দূরীভূত ও পূর্ণসেবাধিকার লাভ।

● আড়িয়াদহে বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

● মাতা চন্দ্রমণিসহ কাশী ও প্রয়াগতীর্থ গমন।

● মথুরের বহু ব্যয়সাধ্য অন্নমেরুব্রতানুষ্ঠান। স্বর্ণরৌপ্যাদি সহ সহস্রমন চাল, সহস্রমন তিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান। কীর্তন, চণ্ডীর গান, যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ি উৎসবক্ষেত্রে পরিণত।

● গুরূপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবের সাধনা। নারীরূপে অবস্থান। জানবাজারে দুর্গাপূজাকালে নারীরূপে দেবীকে চামরব্যজন ও মথুরের ভ্রম।

● জটাধারীর আগমন। রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ। দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগকালে জটাধারীর রামলালার বিগ্রহ দান।

● বাৎসল্যভাবসাধন ও সিদ্ধি।

● আদি ব্রাহ্মসমাজে। ধ্যানরত কেশবচন্দ্র সেনকে দর্শন করে উক্তি ঃ "ওরই ঠিক ফাৎনা ডুবেছে।"

১৮৬৪— ● শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য রাধারানীর উপাসনা ও দর্শনলাভ। "শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুষ্পের কেশর সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।" শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ ও শ্রীঅঙ্গে মিলন।

১৮৬৫—জানুআরি, তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সন্ন্যাসদান। বেদান্তসাধন।

১৮৬৬—(আনুমানিক) ২২ জানুআরি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

● ছয়মাসকাল অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান। ইসলামসাধন ও সিদ্ধি।

১৮৬৭— ● শারীরিক অসুস্থতা।

মে, হৃদয়রাম ও ব্রাহ্মণীসহ কামারপুকুরে গমন। সেবার জন্য সারদাদেবীর শ্বশুরালয়ে আগমন।

● ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিদায়গ্রহণ।

ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ, ১২৭৪), হৃদয়সহ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। সারদা-দেবীর জয়রামবাটীতে প্রত্যাগমন।

১৮৬৮—২৭ জানুআরি, জননী ও হৃদয়রামসহ মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থযাত্রা। দেওঘরে উপস্থিতি। দরিদ্র নরনারী দর্শনে করুণা। মথুরের কাছে এক-দিন দরিদ্রদের ভোজন ও বস্ত্রদানের ব্যবস্থার জন্য আবেদন। মথুরের

আপত্তিতে ক্ষুব্ধ মন্তব্যঃ "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব।" অবশেষে মথুরের সম্মতি ও ব্যবস্থাকরণ।

ফেব্রুআরি, কাশীর পথে বৈদ্যনাথধাম ত্যাগ। পথে মূলদল থেকে বিচ্ছিন্ন —বাগবাজারের রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় কাশীতে উপস্থিতি ও কেদারঘাটে মথুরানাথের ভাড়া-করা বাড়িতে অবস্থান।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর সম্পর্কে মন্তব্যঃ "ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।" স্বামীজীকে পায়সান্ন প্রদান।

(কাশীতে এক সপ্তাহ অবস্থানের পর) কাশীত্যাগ ও প্রয়াগে উপস্থিতি—ত্রিরাত্রি যাপন।

কাশীতে প্রত্যাবর্তন ও যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সাক্ষাৎলাভ।

মার্চ, ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য সহ বৃন্দাবনে উপস্থিতি। পক্ষকাল নিধুবনের সন্নিকটে একটি বাড়িতে অবস্থান।

নিধুবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন দর্শন।

বৈষ্ণবের ভেকগ্রহণ।

গঙ্গামার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁর কাছে অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ—অবশেষে মা চন্দ্রমণির কথা স্মরণ হওয়াতে মত পরিবর্তন।

ভৈরবী যোগেশ্বরীকে বৃন্দাবনে অবস্থানের জন্য অনুরোধ।

কাশীতে প্রত্যাবর্তন।

মে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫), কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

জুলাই, রানী রাসমণির সম্পত্তির ব্যাপারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও দর্শনলাভ।

১৮৬৯—এপ্রিল-মে (বৈশাখ, ১২৭৬), অক্ষয়ের বিবাহ।

- (কয়েকমাস পরে) অক্ষয়ের মৃত্যু।
- দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্ত-মন্দিরে বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি।

১৮৭০—● মথুরের সঙ্গে রাণাঘাট ও কলাইঘাটে গমন—দরিদ্রনারায়ণ সেবা।

- কলুটোলায় চৈতন্য-আসন গ্রহণ—বৈষ্ণবগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া—ভগবানদাসের বিরক্তি।
- কালনায় ভগবানদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। মুগ্ধ ভগবানদাস কর্তৃক 'চৈতন্য-আসন' গ্রহণের উপযুক্ততার স্বীকৃতি।
- নবদ্বীপে নৌকায় শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভ। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব স্বীকার।

১৮৭১—১৬ জুলাই, মথুরানাথের দেহত্যাগ।

১৮৭২—মার্চ, সারদাদেবীর প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

- "তুমি আমাকে কি মনে কর?" পদসেবারতা সারদাদেবীর প্রশ্নের উত্তরেঃ "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও

সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।”

৫ জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' অনুসারে জ্যৈষ্ঠের শেষার্ধ ১২৮০, জুন, ১৮৭৩), ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে সারদাদেবীকে জগদম্বারূপে (ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে) পূজান্তে পদপ্রান্তে সাধনার ফল, জপমালা প্রভৃতি সমর্পণ।

১৮৭৩—জানুআরি, দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৩ মার্চ, কামারপুকুরে গমন।

ফুলুই শ্যামবাজার দর্শন।

● যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে যীশুখ্রীষ্টের চিত্র দর্শন করে যীশু-ভাবে তিনদিন অবস্থিতি—নিজ শরীরে যীশুর বিলীন হওয়ার উপলব্ধি।

১১ ডিসেম্বর, রামেশ্বরের মৃত্যু।

১৮৭৪—২৬ মার্চ, সারদাদেবীর পিতা রামচন্দ্রের পরলোকগমন।

এপ্রিল, সারদাদেবীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন—স্বামী ও শ্বাশুড়ীর সেবায় আত্মনিয়োগ।

● দক্ষিণেশ্বরে পূজারীপদে (রামেশ্বরের শূন্য স্থানে) রামলালের নিয়োগ।

১৮৭৫—১৫ মার্চ, বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়ি 'তপোবন'-এ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ধ্যানরত অবস্থায় তাঁকে দেখে মন্তব্যঃ “তোমার লেজ খসেছে।”

২৮ মার্চ, 'ইণ্ডিয়ান মিররে' কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশ।

এপ্রিল, ব্রাহ্মগণের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু। শিবনাথ শাস্ত্রীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও প্রথম সাক্ষাৎ।

● (বর্ষাকাল) সারদাদেবী কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত।

(শরৎকাল) সারদাদেবীর জয়রামবাটীতে প্রত্যাবর্তন—সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান—ঔষধপ্রাপ্তি ও রোগমুক্তি।

১৮৭৬—● ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরামের উপনয়নে কামারপুকুরে উপস্থিতি।

৮ ফেব্রুআরি, কলকাতা অভিমুখে কামারপুকুর ত্যাগ।

● শম্ভুচরণ মল্লিকের মৃত্যু। রোগশয্যাপাশে উপস্থিতি ও উক্তিঃ “শম্ভুর প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেছে।”

১৭ মার্চ, সারদাদেবীর তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১৬ এপ্রিল, 'সানডে মিরর' পত্রিকায় প্রতাপ মজুমদারের প্রবন্ধ ও উক্তি-সংগ্রহ প্রকাশ।

অগস্ট, অসুস্থতা।

১৯ অগস্ট, গরিফার কবিরাজ কর্তৃক চিকিৎসা।
২০ অগস্ট, কবিরাজ আইকোল কর্তৃক পরীক্ষা।
২১ অগস্ট, আগরপাড়ার কবিরাজের চিকিৎসা শুরু।
২৯ অগস্ট, কবিরাজ বীরেশ্বর সেন কর্তৃক পরীক্ষা।
৩০ অগস্ট, দক্ষিণেশ্বরে আগরপাড়ার কবিরাজের আগমন ও ব্যবস্থাপত্র।

● পুনরায় আগরপাড়ার কবিরাজের আগমন।

● আগরপাড়ায় কবিরাজের কাছে।

৮ নভেম্বর, সারদাদেবীর দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮৭৭—১৩ ফেব্রুআরি (৩ ফাল্গুন, ১২৮৩), জননী চন্দ্রমণি দেবীর পরলোকপ্রাপ্তি। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল কর্তৃক সৎকার। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

১৮৭৮—২১ জানুআরি, বেলঘরিয়ার উদ্যানে ব্রাহ্মসভায়।

● কোচবিহার বিবাহ—কেশবচন্দ্র কর্তৃক নিজ প্রবর্তিত নিয়ম লঙ্ঘন করে কন্যার বিবাহদান। ব্রাহ্মসমাজে বিরোধ।

জুলাই, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক "পরমহংসের উক্তি" পুস্তক প্রকাশ। (বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকামতে প্রকাশকাল ২৪ জানুআরি, ১৮৭৮)।

১৮৭৯—২৪ জানুআরি, 'তপোবন' বেলঘরিয়ায়।
১৫ সেপ্টেম্বর, ভাদ্রোৎসবে—বেলঘরিয়ায়।
২১ সেপ্টেম্বর, কেশবচন্দ্রের 'কমলকুটিরে'—সমাধিস্থ অবস্থায় ফটো গ্রহণ।
২২ অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্র—সাক্ষাৎকার।
২৯ অক্টোবর, প্রায় আশিজন ব্রাহ্মভক্ত সহ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নদীপথে। রাত্রি ৮টায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
১৩ নভেম্বর, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র ও গোপাল মিত্রের প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

● চিহ্নিত-ভক্তগণের আগমন শুরু।

১৮৮০—জানুআরি, রাখ্‌তু-রামের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) প্রথম আগমন।*
২৭ জানুআরি, 'তপোবন'—বেলঘরিয়ায়।
ফেব্রুআরি-মার্চ (ফাল্গুন), দেশে গমন। রঘুবীরের সেবার জন্য জমি ক্রয়।
১০ অক্টোবর, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। পথে ভদ্রদের বাড়ি সপ্তমীপুজায় যোগদান। বর্ধমানে কেশবচন্দ্র প্রেরিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১১ নভেম্বর, মধু ডাক্তার ও জয়নারায়ণ ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

১৮৮১—১ জানুআরি, বলরাম বসুর আগমন।

---

* শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা' (৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২) গ্রন্থে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। —সঃ

(আনুমানিক) ২৫ জানুআরি, মাঘোৎসবে কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)-এর আগমন।
ফেব্রুআরি, সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন—সঙ্গে শ্যামাসুন্দরী।
হৃদয়রামের দুর্ব্যবহারে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।
১১ ফেব্রুআরি, ডাক্তার জয়নারায়ণ সেন কর্তৃক চিকিৎসা।
৭ মার্চ, মধু ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা।
গুডফ্রাইডে, মিঃ উইলিয়মসের দক্ষিণেশ্বরে আগমন, সাক্ষাৎ এবং খ্রীষ্টরূপে গ্রহণ।

● তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ)-এর আগমন।
১৫ জুলাই, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে স্টিমারভ্রমণ।
নভেম্বর, মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে—উৎসবে।
সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে সঙ্গীত শ্রবণ। প্রথম সাক্ষাৎকার।
ডিসেম্বর, রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে—উৎসবে।
নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সাক্ষাৎকার।

১৮৮২—● যোগীন্দ্রনাথ (স্বামী যোগানন্দ), নিত্যনিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ)-এর আগমন।
২৬ ফেব্রুআরি, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)-এর আগমন।
১১ মার্চ, বলরাম বসুর গৃহে।
২ এপ্রিল, (দ্বিপ্রহর) শ্যামপুকুরে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে।
(অপরাহ্ণ) বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (কাপ্তেন)-এর গৃহে।
'কমলকুটিরে'। ত্রৈলোক্য সান্যাল, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতির উপস্থিতি।
৮ এপ্রিল, বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ)-এর আগমন।
২১ জুলাই, কেশবের আমন্ত্রণে 'কমলকুটিরে'।
৫ অগস্ট, (অপরাহ্ণ) বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে।
১৩ অগস্ট, দক্ষিণেশ্বরে কেদারের বাড়ি—উৎসবে—উস্তাদের গান শ্রবণ।
২৭ অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(অপরাহ্ণ) কেশব সেনের সঙ্গে জাহাজে—কয়লাঘাট স্ট্রীটে অবতরণ।
সিমুলিয়া স্ট্রীটে সুরেশ (সুরেন্দ্র) মিত্রের বাড়ি।
রাত্রি ১০টার পর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
২৮ অক্টোবর, সিঁথিতে বেণী পালের বাড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে।
১৫ নভেম্বর, গড়ের মাঠে সার্কাসে।
১৯ নভেম্বর, সুরেন্দ্রের বাড়ি জগদ্ধাত্রী পূজায়।
১৪ ডিসেম্বর, দক্ষিণেশ্বরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে।

১৮৮৩—১১ এপ্রিল, দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎসবে।
১৫ এপ্রিল, সুরেন্দ্রের বাড়ি—অন্নপূর্ণা পূজায়।

২২ এপ্রিল, সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে।
২ মে, নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে—রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সঙ্গীত শ্রবণ।
১৩ মে, কাঁসারিপাড়ায় হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায়।
২ জুন, বলরাম বসুর বাড়িতে।
অধর সেনের বাড়িতে—মনোহরসাঁই-এর কীর্তন শ্রবণ।
রাম দত্তের বাড়িতে কথকতা শ্রবণ।
১৮ জুন, পানিহাটির মহোৎসবে— রাজপথে সঙ্কীর্তনদলের সঙ্গে নৃত্য।
১৪ জুলাই, অধর সেনের বাড়িতে চন্ডীর গান শ্রবণ।
২১ জুলাই, অধর সেনের বাড়ি।
(রাত্রে) যদু মল্লিকের বাড়ি—সিংহবাহিনী দেবীমূর্তির সম্মুখে সমাধি।
(রাত্রি ১০টায়) খেলাৎ ঘোষের বাড়ি। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
১৮ অগস্ট, বলরাম বসুর বাড়ি। পরে অধর সেনের বাড়ি।
২২ সেপ্টেম্বর, (বিকাল) অধর সেনের বাড়ি।
১০ অক্টোবর, অধর সেনের বাড়ি—দুর্গোৎসবে।
২৬ নভেম্বর, সিঁদুরিয়াপটিতে মণি মল্লিকের বাড়ি ব্রাহ্ম-উৎসবে।
২৮ নভেম্বর, অসুস্থ কেশব সেনকে দর্শনের জন্য 'কমলকুটিরে'। ফেরার পথে জয়গোপাল সেনের বাড়ি।
১৮ ডিসেম্বর, ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) জন্য মানত-পূজা।
যদু মল্লিকের বাড়ি।
২৬ ডিসেম্বর, রামচন্দ্র দত্তের বাগানে।
২৭ ডিসেম্বর, (সকাল) ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগানে।
(সন্ধ্যায়) রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে।
২৯ ডিসেম্বর, (মধ্যাহ্ন) কালীঘাটে দেবী দর্শন।
বৎসরের বিভিন্ন সময়ে—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ), শশিভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)-এর আগমন।

১৮৮৪—৮ জানুআরি, কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগ।
জানুআরি-ফেব্রুআরি, দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলা যাওয়ার পথে রেলের উপর পড়ে বামহাতের অস্থি স্থানচ্যুত।
সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিতি—বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হওয়ায় যাত্রাবদলের নির্দেশ—সারদাদেবীর জয়রামবাটীতে প্রত্যাবর্তন।
এপ্রিল (অক্ষয়চৈতন্যের মতে, ২৫ চৈত্র, ১২৯০), গলরোগের সূত্রপাত।
২৪ মে, (সকাল) দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা শ্রবণ।
১৫ জুন, কাঁকুড়গাছিতে সুরেন্দ্র মিত্রের বাগানে উৎসবে।
কেশব সেনের জননী, পত্নী ও সন্তানদের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সাক্ষাৎকার।

২৫ জুন, রথযাত্রা। ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে।
(অপরাহ্ণ) ঠন্‌ঠনিয়ায় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে।
৩ জুলাই, (পুনর্যাত্রা) বলরাম বসুর বাড়ি। রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
৬ সেপ্টেম্বর, অধর সেনের বাড়ি। রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
২১ সেপ্টেম্বর, (অপরাহ্ণ) হাতিবাগানে মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ময়দাকলে। (সন্ধ্যা) স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' নাটক দর্শন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। অভিনয়ান্তে গৌরাঙ্গের ভূমিকা-অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদঃ "মা তোর চৈতন্য হোক।" অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্যঃ "আসল নকল এক দেখলাম।"
অভিনয় শেষে ময়দাকল হয়ে রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
২৬ সেপ্টেম্বর, ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে।
অধর সেনের বাড়ি দুর্গাপূজায়। রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে।
২৮ সেপ্টেম্বর, (মহাষ্টমী) রাম দত্তের বাড়ি।
অধর সেনের বাড়িতে প্রতিমা দর্শন। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
১ অক্টোবর, অধর সেনের বাড়ি। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
২ অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেনের মাতার উপস্থিতি ও আমন্ত্রণ।
৪ অক্টোবর, (কোজাগরী পূর্ণিমা), কেশব সেনের মাতার আমন্ত্রণরক্ষার্থে কেশবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীন সেনের কলুটোলার বাড়িতে ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে সংগীত ও নৃত্য।
৫ অক্টোবর, (সকাল) দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ি—যাত্রার আসরে।
১৯ অক্টোবর, সিঁথিতে বেণী পালের বাগানে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে।
২০ অক্টোবর, বড়বাজারে মাড়োয়ারী ভক্তের বাড়ি। ময়ূরমুকুটধারী ও অন্নকূট উৎসব। দেওয়ালির আলোকসজ্জা দর্শন। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।
১৪ ডিসেম্বর, স্টার থিয়েটারে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক দর্শন।
২৭ ডিসেম্বর, দক্ষিণেশ্বরে 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসপাঠ শ্রবণ। পাঠ-শ্রবণান্তে প্রফুল্লচরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্যঃ "এ একরকম মন্দ নয়। পতিব্রতা ধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।"

১৮৮৫—২৮ জানুআরি, স্টার থিয়েটারে 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটক দর্শন।
(সম্ভবতঃ) মত্ত গিরিশচন্দ্র কর্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত।
(পরদিবস) গিরিশভবনে উপস্থিতি—গিরিশকে কৃপাপ্রদর্শন।
২২ ফেব্রুআরি, দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎসব।
২৫ ফেব্রুআরি, গিরিশভবনে।
স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটক দর্শন।
১১ মার্চ, (বেলা ১০টা) বলরাম বসুর গৃহে প্রসাদ গ্রহণ।

তারাপদর কণ্ঠে চৈতন্যলীলার গান শুনে প্রশংসা।

৬ এপ্রিল, বলরাম বসু ও দেবেন্দ্র মজুমদারের গৃহে। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

১২ এপ্রিল, বলরাম বসুর বাড়ি। চড়কপূজা।

২৪ এপ্রিল, (দ্বিপ্রহরে) বলরাম বসুর গৃহে। অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ। (অপরাহ্ণ) গিরিশভবনে। উৎসব।

● রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। বড়বাজারের রাখাল ডাক্তারের চিকিৎসা শুরু।

৯ মে, বলরাম বসুর গৃহে।

২৩ মে, (অপরাহ্ণ) রাম দত্তের গৃহে। অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বিহারী ভাদুড়ীর পুত্রের সাক্ষাৎকার।

২৪ মে, (জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা ত্রয়োদশী), পানিহাটির উৎসবে। বেলা দ্বিতীয় প্রহরে পানিহাটিতে উপস্থিতি। মণি সেনের গৃহে 'রাধাকান্তজী দর্শন। ভাবাবেশে নৃত্য। রাঘব পণ্ডিতের গৃহে বিগ্রহ দর্শন। নবচৈতন্য মিত্রের আগমন ও কৃপালাভ। রাত্রি ৮৷৷টায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

২৫ মে, দক্ষিণেশ্বরে স্নানযাত্রা উৎসব।

১৩ জুন, গলার রোগবৃদ্ধি।

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনা।

১৩ জুলাই, বলরাম বসুর গৃহে রাত্রিযাপন।

১৪ জুলাই, বলরাম বসুর গৃহে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ। রাত্রিযাপন।

১৫ জুলাই, দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

২৮ জুলাই, (সকাল) বলরাম বসুর গৃহে।

(বেলা ৩টা) নন্দলাল বসুর গৃহে। 'নববিধানে'র ছবি দর্শনে মন্তব্যঃ "ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে!—ইদানীংভাব!"

(অপরাহ্ণ) গোলাপ-মার গৃহে।

(রাত ৮৷৷টা) যোগীন-মার বাড়ি। সঙ্গীত শ্রবণ।

(রাত্রি পৌনে ১১টা) বলরাম বসুর গৃহে প্রত্যাবর্তন।

১১ অগস্ট, (দক্ষিণেশ্বরে) মৌনাবলম্বন। সারদাদেবী ও অন্যান্যদের আশঙ্কা।

১৬ অগস্ট, শশধর তর্কচূড়ামণিকে উপদেশঃ "ঈশ্বর তোমাকে কর্ম করাচ্ছেন...কর্মটুকু শেষ হয়ে গেলে আর না।"

২৭ অগস্ট, অসুস্থতাবৃদ্ধি। মধু ডাক্তারের চিকিৎসাধীন।

৩০ অগস্ট, শেষ সন্ন্যাসিসন্তান সুবোধচন্দ্র ঘোষের (স্বামী সুবোধানন্দ) আগমন।

৩১ অগস্ট, উত্তরোত্তর রোগবৃদ্ধি। ভক্তদের ডাক্তার ভগবান রুদ্রকে আনার ব্যবস্থাকরণ।

২ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণেশ্বরে ভগবান রুদ্রের আগমন ও রোগপরীক্ষা।
২০ সেপ্টেম্বর, রাখাল ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা।
কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য।
২৪ সেপ্টেম্বর, প্রতাপ ডাক্তারের চিকিৎসা শুরু।
বাগবাজার নিবাসিনী জনৈকা মহিলার আমন্ত্রণ—রাত্রি ৯টায় সেখানে সংবাদ পৌঁছায় গলক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের সূত্রপাত হয়েছে।
২৬ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায়গ্রহণ। চিকিৎসার সুবিধার জন্য কলকাতায় স্থানান্তর। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের বাসাবাড়িতে—বাসা পছন্দ না হওয়ায় অপরাহ্নে বলরাম বসুর গৃহে।
২৮ সেপ্টেম্বর (আনুমানিক), গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিরাজগণ কর্তৃক পরীক্ষা এবং রোহিণী রোগ বলে সিদ্ধান্তজ্ঞাপন।
২ অক্টোবর, শ্যামপুকুরে (৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রীট) বাসাবাড়িতে।
(কয়েকদিন পরে) সেবা ও পথ্যের জন্য সারদাদেবীর শ্যামপুকুরে আগমন।
১২ অক্টোবর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক চিকিৎসার ভারগ্রহণ—অবস্থার সামান্য উন্নতি।
৩১ অক্টোবর, খ্রীষ্টভক্ত প্রভুদয়াল মিশ্রের আগমন—ঈশ্বররূপে ঘোষণা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা।
৫ নভেম্বর, রোগপ্রশমনের জন্য প্রতাপ ডাক্তার কর্তৃক 'নক্সভমিকা' ঔষধ ব্যবস্থা।
৬ নভেম্বর, নতুন ঔষধ প্রয়োগে ডাঃ সরকারের আপত্তি ও বিরক্তি।
(সন্ধ্যা ৭টার পর) কালীপূজা। সমাধি। কালীরূপে ভক্তদের পুজাঞ্জলি গ্রহণ।
● রোগবৃদ্ধি।
২৯ নভেম্বর, ডাক্তার সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা: রোগ ক্যান্সার।
● নটী বিনোদিনীর পুরুষের ছদ্মবেশে আগমন ও আশীর্বাদলাভ।
১১ ডিসেম্বর, কাশীপুরে গোপাল ঘোষের উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত।
● ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তের আগমন। মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন ঔষধ প্রয়োগ—সামান্য উন্নতি।
২৩ ডিসেম্বর, "(সমাধিস্থ অবস্থায়) দেখলাম, সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে। আর কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না।" "আচ্ছা ওই নিরাকারের ঝোঁক—ওটা কেবল লয় হবার জন্য; না?"

১৮৮৬—১ জানুআরি, উদ্যানে 'কল্পতরু'রূপে গৃহী-ভক্তদের চৈতন্যলাভের আশীর্বাণী।
(সম্ভবতঃ) ৯ জানুআরি, তীর্থযাত্রা শেষে বুড়োগোপালের (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ভাণ্ডারা। তাঁর আনা গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষের মালা এগারজন ভক্ত (পরে

সন্ন্যাসী)-কে প্রদান ও গিরিশচন্দ্রের জন্য রাখা। "আমার এই যুবক-সেবকরা হাজারি সাধু, প্রত্যেকে হাজার সাধুর সমান। এদের মতো সাধু কোথায় পাবে তুমি?"
শশধর তর্কচূড়ামণির পরামর্শ ("আপনি ইচ্ছা করিলেই যোগবলে দেহ রোগমুক্ত করিতে পারেন")—এর উত্তরেঃ "যে মন একবার ভগবানকে অর্পণ করেছি, তা তুলে এনে দেহটার উপর রাখব?"
ভক্তদের অনুরোধে আরাধ্যা দেবীর নিকট খাদ্যগ্রহণে শক্তিপ্রার্থনা। উত্তরেঃ "'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।"
১১ ফেব্রুআরি, নরেন্দ্রনাথকে লোকশিক্ষাদানের চাপরাস প্রদানঃ "জয়রাধে প্রেমময়ী] নরেন শিক্ষে দিবে/যখন ঘুরে বাহিরে/হাঁক দিবে/জয় রাধে।" নরেন্দ্রের আপত্তিতেঃ "তোর ঘাড় করবে।"
১৩ ফেব্রুআরি, কেশবজননী, পত্নী ও দুই পুত্রের আগমন।

● সারদাদেবীর উপর ভারার্পণঃ "কলকাতার লোকগুলো অন্ধকারে কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"

● রোগনিরাময় প্রার্থনায় সারদাদেবীর তারকেশ্বরে হত্যাদান।
১৪ মার্চ, "তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি—সব্বাই যদি বল যে—'এত কষ্ট তবে দেহ যাক'—তাহলে দেহ যায়।"
(রাত্রে) গিরিশচন্দ্র কর্তৃক উপেন্দ্র ডাক্তার ও নবগোপাল কবিরাজকে আনয়ন।

২০ মার্চ, (দোলযাত্রা), নরেন্দ্রনাথের প্রতিঃ "তুই যেজন্য কাঁদছিস তোকে তাই দেব। কিন্তু তুই আমার জন্য খাট। তোর জন্য আমি এত দুঃখ করলুম, তুই এদের জন্য একটু দুঃখ কর। আমি ষোলআনা খেটেছি; তুই একআনা খাট—তোকে গদি করে দেব।"
৮ এপ্রিল, নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ ও তারকের বুদ্ধগয়া পরিদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন।

৯ এপ্রিল, রেখাচিত্র অঙ্কন ও নিচে প্রার্থনাজ্ঞাপনঃ "নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও।"
মে, নরেন্দ্রের নির্বিকল্পসমাধি। সর্বদা সমাধি-অবস্থালাভের জন্য নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনার উত্তরেঃ "সে ঘরের চাবি আমার হাতে। তুই এখন আমার কাজ কর। পরে সময় হলে আমি চাবি খুলে দেব।"
১১-১২ অগস্ট (আনুমানিক। মহাসমাধির তিন-চারদিন আগে), নরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে বসিয়ে তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমাধিস্থ। নরেন্দ্রনাথের অনুভূতিঃ "ঠাকুরের দেহ হতে সূক্ষ্ম তেজরশ্মি তড়িৎকম্পনের মতো তাঁর শরীরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।" সমাধিভঙ্গে অশ্রুবিসর্জন করে নরেন্দ্রনাথকেঃ "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ

করবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি।"

১৩ অগস্ট, নরেন্দ্রনাথের মানসিক সংশয়ের উত্তরেঃ "সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" *

১৫ অগস্ট, সকাল ৮টা, যোগীনকে পঞ্জিকা থেকে কয়েকদিনের তিথি নক্ষত্র পাঠের নির্দেশ। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনটি বিস্তারিত পাঠ শ্রবণের পর থামার নির্দেশ।

সারদাদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণঃ "মনে হচ্ছে, জলের মধ্যে দিয়ে অনেক-দূর চলে যাচ্ছি।"

(রাত্রি দ্বিপ্রহর) শেষ আহার্য গ্রহণ।

১৬ অগস্ট (৩১ শ্রাবণ, ১২৯৩), রাত্রি ১টা ২ মিনিট—লীলাসম্বরণ।

অপরাহ্ণ ৫টা, ডাঃ সরকারের নির্দেশে উপস্থিত ভক্তগণের আলোকচিত্র গ্রহণ।

অপরাহ্ণ ৬টা, কাশীপুর মহাশ্মশানে শেষকৃত্য।

---

*স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, ঠাকুর স্থূলশরীরত্যাগের দুদিন পূর্বে (১৪ অগস্ট) উপরি-উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। [দ্রষ্টব্যঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ১৯৯]—সঃ